হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৭



তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- তাওহীদের তিনটি শ্রেণি
- তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত
- আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত
- আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত
- তাওহীদ আল ইবাদাহ
- প্রচলিত শিরকসমূহ
- প্রচলিত বিদাআতসমূহ
- অন্যান্য বিদাআতের উদাহরণ

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ
আলোচ্য বিষয়সমূহ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ

তাওহীদ অর্থ এক করা, একত্রিত করা, একত্রে যুক্ত করা, ঘোষণা করা, একত্রীকরণ, একত্বের ঘোষণা দেওয়া বা একত্বে বিশ্বাস করা। তাওহীদ শব্দটি আরবী ওয়াহাদা ক্রিয়ামূল থেকে এসেছে। যার অর্থ এক হওয়া, একক হওয়া, অতুলনীয় হওয়া। তাওহীদ নামক এ পরিভাষাটি আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে ব্যবহৃত হলে তা দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ক্রিয়াকালাপ তথা ইবাদতে তার একত্ব উপলব্ধি করা ও তা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অক্ষুন্ন রাখা বুঝায়, অর্থাৎ, যা কিছু আল্লাহর জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব অক্ষুন্ন রাখা। এই অর্থ তাওহীদুল্লাহর সবকটি শ্রেণিকেই অন্তর্ভুক্ত রাখে। তাওহীদের এ বিশ্বাসটি এরকম যে, আল্লাহ সুবহানুওয়াতাআ'লা এক, তার কর্তৃত্বে ও প্রভূত্বে কোন শরীক বা অংশীদার নেই, যার যাত, সত্তা ও গুনাবলীতে কোন সদৃশ নেই তথা তিনি এক ও অতুলনীয় এবং ইলাহরূপে সকল প্রকার ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হিসেবে তথা ইলাহ পাওয়ার ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই(উলুহিয়্যাত)।

তাওহীদের তিনটি শ্রেণি:

১। তাওহীদ আর-রবূবীয়্যাহঃ দৃড়তার সাথে নিশ্চিতভাবে একথা ঘোষণা করা যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় কোন অংশীদার নেই।

২। তাওহীদ আল- আসমা ওয়াছ-ছিফাতঃ দৃঢ়তার সাথে একথা নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করা যে, নাম, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যসহ

যাবতীয় গুণাবলীতে আল্লাহ এক, একক এবং নিরংকুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তার অংশীদার হতে পারে না।

৩। তাওহীদ আল ইবাদাহঃ দৃঢ়তার সাথে একথা নিশ্চিতভাবে একথা ঘোষণা করা যে একমাত্র আল্লাহই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। রাসূল (সাঃ) তার সাহাবীগণ তাওহীদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেননি। কারণ, বিশ্বাস তথা ঈমানের এমন ধরণের একটি মূলনীতিকে চূলচেরা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়নি। তথাপি, কুরআন রাসূল (সাঃ) ও তার সাহাবাগণের ব্যাখামূলক বর্ণনাধারা তাওহীদের শ্রেণিবিভাগগুলোর ভিত্তিমূল দৃড়ভাবে স্থাপিত হয়েছে।

তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যাহ

সৃষ্টি, রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও পরিচালনায় আল্লাহকে এক হিসাবে বিশ্বাস করার নাম তাওহীদে রুবূবীয়্যাহ।

(১) সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব:
আল্লাহ একাই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هَلۡ مِنۡ خَٰلِقٍ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ فَأَنَّىٰ تُؤۡفَكُونَ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা আছে কী? যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই।" [সূরা ফাতির- ৩]

কাফিরদের অন্তসার শুন্য মা'বূদদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

"সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৭)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার কর্ম এবং মাখলুকাতের কর্ম সবই আল্লাহর সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের কর্মসমূহও সৃষ্টি করেছেন- একথার ওপর ঈমান আনলেই তাকদীরের ওপর ঈমান আনা পূর্ণতা লাভ করবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আস-সাফফাত: ৯৬)

মানুষের কাজসমূহ মানুষের গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। কোনো জিনিসের স্রষ্টা উক্ত জিনিসের গুণাবলীরও স্রষ্টা।

যদি বলা হয় আল্লাহ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রেও তো সৃষ্টি কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ

"আল্লাহ সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে উত্তম সৃষ্টিকর্তা।" (সূরা আল-মুমিনূন: ১৪)

(২) রাজত্বে আল্লাহর একত্ব:

মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বলেন,

تَبَٰرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلۡكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ

"সেই মহান সত্বা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।" (সূরা আল-মুলক: ১)

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ

"হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই।" (সূরা আল-মুমিনূন: ৮৮)

সুতরাং সর্ব সাধারণের বাদশাহ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কাউকে বাদশাহ বলা হলে তা সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যের জন্যেও রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করেছেন। তবে তা সীমিত অর্থে। যেমন, তিনি বলেন,

أَوۡ مَا مَلَكۡتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ

"অথবা তোমরা যার চাবি-কাঠির (নিয়ন্ত্রনের) মালিক হয়েছো।" (সূরা আন-নূর: ৬১)

আল্লাহ আরো বলেন,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ

"তবে তোমাদের স্ত্রীগণ অথবা তোমাদের আয়ত্বধীন দাসীগণ ব্যতীত।" (সূরা আল-মুমিনূন: ৬)

(৩) পরিচালনায় আল্লাহর একত্ব:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল মাখলূকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

"সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সৃষ্টকুলের রব আল্লাহ তা'আলা অতীব বরকতময়।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪)

আল্লাহর এ পরিচালনা সর্বব্যাপী। কোনো শক্তিই আল্লাহর পরিচালনাকে রুখে দিতে পারে না। কোনো কোনো মাখলূকের জন্যও কিছু কিছু পরিচালনার অধিকার থাকে। যেমন, মানুষ তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং কর্মচারীদের ওপর কর্তৃত্ব করে থাকে; কিন্তু এ কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে। উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হলো যে,

তাওহীদে রুবূবীয়্যাতের অর্থ সৃষ্টি, রাজত্ব এবং পরিচালনায় আল্লাহকে একক হিসাবে বিশ্বাস করা।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন সে সমস্ত নাম ও গুণাবলীতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মেনে নেওয়া। আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, তার ধরণ বর্ণনা এবং কোনো রূপ উদাহরণ পেশ করা ব্যতীত আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই এ তাওহীদ বাস্তবায়ন হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ নিজেকে যে নামে পরিচয় দিয়েছেন বা নিজেকে যে গুণাবলীতে গুণান্বিত করেছেন, তাঁর ওপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। এ সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আসল অর্থ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে তার ওপর ঈমান আনতে হবে- কোনো প্রকার ধরণ বর্ণনা করা বা দৃষ্টান্ত পেশ করা যাবে না। এ প্রকারের তাওহীদে আহলে কিবলা তথা মুসলিমদের বিরাট একটি অংশ গোমরাহীতে পতিত হয়েছে।

এক শ্রেণির লোক আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারের ক্ষেত্রে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, এর কারণে তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। আর এক শ্রেণির লোক মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে। আর এক শ্রেণির লোক আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কাছাকাছি; কিন্তু সালাফে সালেহীনের[2] মানহাজ[3] হলো, আল্লাহ নিজের জন্য যে নাম নির্ধারণ করেছেন এবং নিজেকে যে সবগুণে গুণান্বিত

করেছেন, সে সব নাম ও গুণাবলীর ওপর ঈমান আনয়ন করতে হবে।

এ শ্রেণির তাওহীদের পাঁচটি বিশেষ দিক রয়েছেঃ

প্রথমত, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী অক্ষুণ্ন রাখতে কুরআন ও হাদিসে যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল(সাঃ) বর্ণনা করেছেন ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা; এসব নাম ও গুণাবলী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার রূপক অর্থ ও কল্পিত ব্যাখার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ তায়া'লা অবিশ্বাসী(কাফের) ও মুনাফিকদের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে বর্ণনা করেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

"আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারীকে শাস্তি দিবেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য আছে অশুভ চক্র। আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন। আর তাদের উপর লা'নত করেছেন। তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নাম। তা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। (সূরা আল-ফাতহ: ০৬)

অতএব, আল্লাহর গুণাবলীর একটা হচ্ছে ক্রোধ। একথা অবশ্যই অসমীচীন যে, আল্লাহর ক্রোধের অর্থ তার শাস্তি; কারণ মানুষের মধ্যে দুর্বলতার আলামতসমূহের একটি হচ্ছে ক্রোধ যা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয় তা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ঘোষনাকে ঘোষণার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করতে হবেঃ

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗاۖ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

.....কোন কিছুই তার সদৃশ নয়" (সূরা শু'আরা:১১)

তথাকথিত মানবীয় যুক্তিসিদ্ধ ভাষ্যের ধ্বজাধারীয়া মুক্তচিন্তার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে পৌছালে তা গ্রহণ করার প্রবণতাই নাস্তিকতার সূচনা করে। এ যুক্তিবাদীর ব্যাখা অনুসারে, যেহেতু আল্লাহ নিজেকে জিবন্ত বলে ঘোষনা করে; আর মানুষ ও জিবন্ত কিন্তু, আল্লাহর মতো না; সুতরাং আল্লাহ জীবন্তও নয়, আবার অস্তিত্বশীলও নয়। প্রকৃত সত্য এইযে, আল্লাহর গুণাবলী ও মানুষের গুণাবলীর মধ্যে সাদৃশ্যতা শুধুমাত্র মানুষের নামের ক্ষেত্রে, মর্যাদা বা তাৎপর্যের ক্ষেত্রে নয়। আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে গুণাবলী ব্যবহৃত হলে তা মানবীয় অসম্পূর্নতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মূক্ত হিসাবে অসীম তাৎপর্য সহকারে গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কোনপ্রকার নতুন নাম বা গুণাবলী আরোপ করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলাকে সেভাবেই উল্লেখ করা যেভাবে তিনি নিজেকে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায়, যদিও আল্লাহ বলেছেন যে তিনি রাগান্বিত হন বা ক্রুদ্ধ হন তবুও আল্লাহকে 'আল-গাদিব' নামে অভিহিত করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এই নামটি ব্যবহার করেননি।

এ বিষয়টি খুবই সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হলেও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভ্রান্তিকর বর্ণনা প্রতিরোধ করতে তাওহীদে আসমা ওয়াস

সিফাতকে অবশ্যই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। মুলত একথাটি সবাইকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, সসীম মানুষের পক্ষে অসীম স্রষ্টা আল্লাহর ব্যাখা বা সীমা নিরূপণ করা অসম্ভব।

তৃতীয়ত, আল্লাহর প্রতি কখনোই তার সৃষ্টির গুণাবলী আরোপ করা যাবে না। তাছাড়া, আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করার সময় আমাদেরকে অতি সাবধাণতা অবলম্বন করতে হবে যেনো কোন ক্রমেই আল্লাহর গুনাবলী তার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়। যেমন, বিকৃত বাইবেল তাওরাতে দাবী করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ছয়দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিতে ঘুমিয়েছিলেন। এ কারণে, ইহুদী ও খ্রিস্টানরা শনিবার বা রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে এবং এই দিনগুলোতে কোন পাপকাজ করাকে পাপ মনে করে। আর এ ধরণের দাবীর মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির গুণাবলী আরোপিত হয়।

আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে কুরআনের মৌলিক নীতিমালাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে।কোন কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।যদিও দর্শন শ্রবণের গুণাবলী মানবীয় গুণ, কিন্তু এ গুণাবলী আল্লাহর প্রতি আরোপিত হলে তখন এগুলোর পরিপূর্ণতার ব্যাপারে কোনপ্রকার তুলনা গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থত, তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস সিফাতের তৃতীয় দিকটি হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহর গুণাবলী আরোপ না করা।

ইয়েমেনের যায়েদিরা ব্যতীত অধিকাংশ শি'আরা তাদের ইমামদের উপরে ভুল করার সম্ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, অতীত ভবিষ্যত-

অদৃষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞানী, ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখা, সৃষ্টির সকল অণু পরমাণুতে নিয়ন্ত্রণ থাকার মত স্রষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ তৈরি করেছে।

পঞ্চমত, যদি আল্লাহর নামের পুর্বে বান্দা বা ভৃত্য অর্থে আবদ সংযজোন করা না হয়, তাহলে আল্লাহর সুন্দরতম ও একক নামসমূহ দ্বারা তার কোন সৃষ্টির নামকরণ করা যাবে না। স্রষ্টা আল্লাহর অনেকগুলো গুণবাচক নামের পূর্বে আদ শব্দ যোগ করে ব্যবহারে অনুমতি রয়েছে।

আল্লাহর কতিপয় নামের দৃষ্টান্ত:

১) (الحي القيوم।)আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম হচ্ছে, "আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" এ নামের ওপর ঈমান রাখা আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ নামটি আল্লাহর একটি বিশেষ গুণেরও প্রমাণ বহন করে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পরিপূর্ণ হায়াত। যা কোনো সময় অবর্তমান ছিলনা এবং কোনো দিন শেষও হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তিনি সবসময় আছেন এবং সমস্ত মাখলুকাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও অবশিষ্ট থাকবেন। তাঁর কোনো ধ্বংস বা ক্ষয় নেই।

২) আল্লাহ নিজেকে السميع। (আস-সামীউ') শ্রবণকারী নামে অভিহিত করেছেন। তার ওপর ঈমান আনা আবশ্যক। শ্রবণ করা

আল্লাহর একটি গুণ। তিনি মাখলুকাতের সকল আওয়াজ শ্রবণ করেন। তা যতই গোপন ও অস্পষ্ট হোক না কেন।

আল্লাহর কতিপয় সিফাতের দৃষ্টান্ত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

"ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহর উভয় হাত সদা উম্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।" (সূরা আল-মায়েদা: ৬৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করেছেন। যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। সুতরাং আল্লাহর দু'টি হাত আছে। এর ওপর ঈমান আনতে হবে; কিন্তু আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের সাথে তুলনা না করি। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা আশ-শূরা: ১১)

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন যে, আমার রব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) হারাম করেছেন।" (সূরা আল-আ'রাফ: ৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু, অন্তর ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" (সূরা আল-ইসরা: ৩৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু'টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে আল্লাহর বাণী "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়" একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

আল্লাহ তায়ালার বাণী,

فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلۡأَمۡثَالَ

"তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না"। (সূরা আন-নাহল: ৭৪) এর বিরুদ্ধাচরণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলীর নির্দিষ্ট কোনো কাইফিয়ত তথা ধরণ বর্ণনা করল, সে আল্লাহর ব্যাপারে বিনা ইলমে কথা বলল এবং এমন বিষয়ের অনুসরণ করল, যে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই।

তাওহীদ আল ইবাদাহ

ইবাদতে আল্লাহর একত্ব অক্ষুণ্ন রাখা। তাওহীদ আল ইবাদাহ এর অপর নাম হলো তাওহীদ আল উলূহিয়্যাহ। তাওহীদ আল ইবাদাহ এর মধ্যেই তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ ও তাওহীদ আল আসমা ওয়াস সিফাত অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করে বুঝা যায় আরবের মুশরিকগণ প্রথম দুই প্রকার তাওহীদকে স্বীকার করলেও তাওহীদ আল ইবাদাহকে স্বীকার করেনি। কেননা তারা তাদের ইবাদাহ ও উপাসনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অনেক ইলাহকে শরীক করেছিলো।

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ

তাদের জিজ্ঞেস করুন, আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবন শক্তি ও দর্শণ শক্তি কার মালিকানায়? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধিনস্ত? তারা বলে উঠবে আল্লাহ! (সূরা ইউনুস:৩১)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো তাদেরকে কে সৃষ্টি করো, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে বলবে আল্লাহ্। (সূরা যুখরুফ: ৮৭)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

যদি তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আকাশ হতে কে পানি বর্ষণ করে? যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবীত করেন? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্! (সূরা আনকাবুত: ৬৩)

আল্লাহ্ তা'আলাকে মর্যাদা সম্পন্ন ও সর্ব শক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রব এবং মালিক হিসাবে জানা সত্ত্বেও মক্কার মুর্তিপূজকগণ আল-কুরআনের আলোকে মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। কেননা, তারা আল্লাহর ইবাদতের সাথে

তাদের অন্যান্য ইলাহ তথা মূর্তি, সূর্য, গাছ, আগুন, ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলেন। তাওহীদ আল ইবাদাহ এর মূল কথা হলো, সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হতে হবে। এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। এর মধ্যে সামান্যতম অংশগ্রহণও গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্যই রিয়া তথা লোক দেখানো ইবাদত ও শিরকের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

আমি জ্বীন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত: ৫৬)

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মধ্যস্থ্যতার প্রয়োজন নেই কোন প্রকার মধ্যস্থ্যতা ছাড়াই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব। যা পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে (তাদের বলে দেও, আমিতো তাদের সন্নিকটেই রয়েছি) আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং, তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা ও আমার প্রতি ঈমান আনা। যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়। (সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৬)

প্রচলিত শিরকসমূহ

শিরক হল জঘন্যতম গোনাহ। যার কোন ক্ষমা নেই। শিরক মিশ্রিত যেকোন আমল ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যহীন এবং আল্লাহর নিকটে তা প্রত্যাখ্যাত। কেউ যদি জীবনে একটি শিরকও করে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে এই একটিমাত্র শিরকই তার ঈমান ও জীবনের যাবতীয় সৎকর্মকে নিষ্ফল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। এ ধরনের লোকদের ঈমান ও আমলের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً ، الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعاً-

'বলুন, আমি তোমাদেরকে কি সংবাদ দেব নিজেদের আমলের ক্ষেত্রে কারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(সূরা কাহাফ:১০৩-১০৪)।*

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

-'আর আমি তাদের **وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْراً** আমলের দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর তা (তাওহীদ শূন্য হওয়ার কারণে) বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিব' *(সূরা ফোরকান: ২৩)*

আমাদের সমাজে প্রচলিত শিরক

আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে শিরক, বিদ'আত ও নানাবিধ কুসংস্কার। কুসংস্কারজনিত এমন শিরক রয়েছে যা এসব দেশের লোকজন ধর্মীয় বিধান বা নিয়ম মনে করেই পালন করে থাকে। যেমন-

- **আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গায়েবী ক্ষমতায় বিশ্বাস করা:** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জগতের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সম্পর্কে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং অলৌকিকভাবেই কোন ঘটনা সংঘটিত করতে, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য, রোজগারহীনকে রোজগার, সন্তানহীনকে সন্তান দিতে পারে, তাহ'লে সে মুশরিক বলে গণ্য হবে।
- **জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত :** জ্যোতির্বিদ্যা হ'ল সৌরজগতের বিভিন্ন অবস্থা পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। জ্যোতির্বিদরা বলে থাকেন যে, অমুক নক্ষত্রের অমুক স্থানে অবস্থানের সময়ে যে ব্যক্তি বিবাহ করবে তার অমুক অমুক জিনিস অর্জিত হবে। যে ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের অমুক জায়গায় অবস্থানের ক্ষণে সফরে থাকবে সে ভাগ্যবান কিংবা ভাগ্যহীন হবে।

  যেমন- বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের অর্থহীন-আজগুবি খবরাখবর পরিবেশন করা হয়, আর এগুলোর আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত তারকারাজি, সরলরেখা, বক্ররেখা ইত্যাদি ধরনের আকাবাকা-বাঁকা রেখা অংকিত থাকে। কিছু

সংখ্যক মূর্খ ও দুর্বল ঈমানের মানুষও বিভিন্ন সময় জ্যোতিষীদের নিকট গমন করে থাকে এবং তাদেরকে স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিবাহ-শাদী ইত্যাদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করে থাকে।

- **যাদু-টোনা, বাণ মারা, বধ করা:** আমাদের সমাজে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যদি কারো সাথে কারো শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং এ দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি দুর্বল হয়, তবে দুর্বল পক্ষ সাধারণত বিভিন্ন জিন সাধকের মাধ্যমে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে সবল পক্ষকে বাণ মারে বা বধ করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সবল পক্ষও দুর্বল পক্ষকে সমূলে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

  এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকতর ভালবাসা সৃষ্টি, কারো সাথে শত্রুতা সৃষ্টি, কারো বিবাহ হ'তে না দেয়া, কারও প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি, কাউকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলে যাদুর খেলা। আর এখানেই শেষ নয় বরং এ সকল যাদুকে নিষ্ক্রিয় করতে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয় যাদুমন্ত্রের। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট তথা জিন, পীর, ওলী-আওলিয়া, এমনকি হিন্দুদের দেব-দেবী প্রভৃতির নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা, নির্দিষ্ট দিনে লাল বা কালো মোরগ জিন বা ভূতের নামে রোগীকে যবহ করতে বলা কিংবা মিষ্টি ও ফলমূল গায়রুল্লাহর নামে এমনকি হিন্দুদের মন্দীরে অবস্থিত দেব-দেবীকেও মানত করা।

- **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব পদার্থ নির্মিত আংটি ও বালা পরিধান করা:** রাজধানী সহ বিভিন্ন শহরের ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি ও বালা বিক্রি করে থাকে। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়, যে কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া, শনি ও মঙ্গল গ্রহের কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির জন্য করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোন বস্ত্তই নিজস্ব গুণে কোন রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হ'তে পারে না। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্ত্তর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিবর্তে বস্ত্তর উপর ভরসা করা হয়। তাই কোন বস্ত্তকে কোন ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী ধারণা করে ব্যবহার করা।
- **জিন বা অপর কোন রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীয ব্যবহার করা:** জিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীয ব্যবহার একটা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ সকল ধরনের তা'বীয ব্যবহার করা শিরক।
- **মাযার স্পর্শ করা, শরীর মাসেহ করা বা চুমু খাওয়া, কবরের মাটি বরকতের নিয়তে নিয়ে তা'বীযে করে গলায় বাঁধা, গায়ে মালিশ করা, রওযা শরীফ, মাযার বা কবর ইত্যাদির**

ছবি বরকতের জন্যে রাখা, চুমু খাওয়া, সম্মান করা: বিপদাপদ, বালা-মুছীবাত থেকে বাঁচার জন্য ঘর-বাড়িতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের জন্য দোকান, অফিস, হোটেলে ছবি রেখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এগুলো করা।

- **কবর ধোয়া পানি :** মাযারকে মাঝে মাঝে মহা ধুমধামের সাথে গোসল করানো হয়। আর এ কবর ধোয়া পানি বোতলে করে নিয়ে যাওয়া এবং নেক মাকসূদ পূরণের নিয়তে পান করা।
- **মাযারে গিলাফের তা'যীম :** বিভিন্ন পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে বা কবরের ওপরে আজকাল গিলাফ পরানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর এ গিলাফ পরিবর্তন করে আবার নতুন গিলাফ পরানো হয়। পুরানো গিলাফ অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মানুষ অনেক ক্ষেত্রে এসব গিলাফে চুমু খায়, গিলাফ ধরে ফরিয়াদ জানায়, আদবের সাথে মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এ গিলাফের সুতা তা'বীযে ভরে গলায় বাঁধে। এমনকি অনেকেই আরো একধাপ এগিয়ে গিলাফের কাছেই দো'আ চেয়ে বসে।
- **ওরশ :** অনেক মাযারে ও পীরের দরবারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, পীরের জন্ম বা মৃত্যু তারিখ নির্দিষ্ট করে ওরশ হয়ে থাকে। বিজলী বাতি, গেট, চকমকি কাগজ ইত্যাদি দিয়ে প্যান্ডেল, স্টেজ সাজানো হয়। বেপর্দা অবস্থায় নারী-পুরুষ একত্রে বসে যিকির করে, কাওয়ালী-সামা শোনে। ভন্ড

পীর, ফকীররা এ সব ওরশে ওয়ায নসীহ'তের নামে শরী'আত বিরোধী আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার করে। শাহী তবারক রান্না করা হয়। ওরশের পরে যে টাকা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা পীর ও তার খাদেমদের পকেটে চলে যায়। ওরশ মূলতঃ আনন্দোৎসব ও টাকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

- **খাজা বাবার ডেগ :** একদল লোক বিশেষত যুবকেরা রজব মাস এলেই পথে-ঘাটে, বাজারে যেখানেই সুযোগ পায় সেখানেই একটা ডেগ বা বড় হাড়ি বসায়। লালসালু কাপড় বিছিয়ে, বাঁশ দিয়ে ছাউনি দিয়ে, বিজলী বাতি জ্বালিয়ে, চকমকি কাগজ এবং বিভিন্ন ধরনের রং লাগিয়ে ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে স্থাপন করে ডেগ। তারা একে বলে 'খাজা বাবার ডেগ'।
- **প্রাণীর ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদির হুকুম :** কোন নেতা, লিডার বা স্মরণীয়-বরণীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি, চিত্র, প্রতিকৃতি, মূর্তি ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা, মাঠে-ঘাটে, অফিস-আদালতে ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এগুলো স্থাপন করা, এগুলোকে সম্মান করা, এগুলোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ ইত্যাদি করা।
- **পাক পাঞ্জাতনের জিকির করা**
- **অগ্নিপূজা এবং শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ :** 'অগ্নি শিখা' অগ্নিপূজকের উপাস্য দেবতা। তারা ভক্তি, প্রণাম ও নানা কর্মকান্ডের দ্বারা আগুনের পূজা করে থাকে। এ অগ্নিপূজা

সম্পূর্ণ শিরক ও আল্লাহদ্রোহী কাজ। 'শিখা চিরন্তন' বা 'শিখা অনিবার্ণের' নামে অগ্নি মশালকে সারা দেশে ঘুরিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা জানানো এবং এগুলোর প্রজ্জ্বলনকে অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষ ধরনের বেদীর ওপর এগুলো স্থাপন করা, অলিম্পিক মশাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানের মশাল প্রজ্জ্বলনও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

- **মঙ্গল প্রদীপ :** হিন্দুদের অনুকরণে কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পালন করা।
- **তাছাওউফের শায়েখ বা পীরের কল্পনা :** তাছাওউফের শায়খ বা পীরের চেহারা, আকৃতি ইত্যাদি কল্পনা করে মোরাকাবা, ধ্যান, যিকির বা অন্য যে কোন ইবাদত করা শিরক।
- **পীরকে দূর হ'তে ডাকা :** অনেকে স্বীয় পীর বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বহুদূর হ'তে ডাকে এবং মনে করে যে, তিনি এটা জানতে ও শুনতে পারছেন। অনেক সময় 'ইয়া গাওছুল আযম', 'ইয়া খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী' ইত্যাদি বলে ডাকতে থাকে এবং নিজেদের ফরিয়াদ পেশ করতে থাকে।
- **পীরের জন্য ঘর সাজিয়ে রাখা :** কিছু সংখ্যক পীরের অনুসারীরা তাদের বাড়ির মধ্যে একটি ঘর পীরের জন্য সারা বছর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। একটা বড় খাটের ওপর চাদর বিছিয়ে বড় বড় কয়েকটা কোল বালিশ সেট করে 'বিশেষ আসন' তৈরি করা হয়। পীরের ছবিকে মালা পরিয়ে সযত্নে

ঐ ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। ফুল ও জরি দিয়ে ঘরটি সুন্দর করে সাজানো হয়। সারা বছর ঐ ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না। মাঝে মাঝে মুরীদরা ঐ ঘরে ঢুকে ছবি ও আসনের সামনে আদবের সাথে চুপ করে বসে থাকে।

- **পীরের বাড়ির বা আস্তানার খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল, মাছ ও কচ্ছপ ইত্যাদির প্রতি অন্ধ সম্মান :** অনেককে দেখা যায়, পীরের বা মাযারের খাদেম, গরু, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদিকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে যায়। এগুলোর সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকে আবার এসব গরু, কুকুর, বিড়ালের পা ধরে বসে থাকে নেক মাকছূদ পূরণের জন্য।
- **পীর, ওলী-আওলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা :** এ ধরনের কর্ম আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে আউলিয়াদের কবরের মাটি ও সেখানে জ্বালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে তা ব্যবহার করে থাকে এবং এর দ্বারা কোন রোগ মুক্তি হ'লে তা কবরস্থ ব্যক্তির দান বা তাঁর ফয়েয বলে মনে করে।
- **গায়রুল্লাহর নামে যিকির বা অযীফা :** আল্লাহর যিকিরের ন্যায় কোন নবী বা রাসূল, পীর, ওলী-আওলিয়া, বুযুর্গ, আলিমের নাম জপ করা, বিপদের পড়লে তাদের নামের অযীফা পড়া। যেমন- 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন', 'ইয়া

রাসূলাল্লাহ', 'নূরে রাসূল, নূরে খোদা', 'হক বাবা, হক বাবা' ইত্যাদি।

- **কামেল পীরের গোনাহ নেই :** খোদা পাক, কামেল পীরও পাক। তাদের কোন গোনাহ নেই। তারা নিষ্পাপ। এ ধরনের কথা বলা ও বিশ্বাস করা।
- **পীরের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা :** সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পীরের পায়ে সিজদা করা বা নেক মাকছূদ পূরণের জন্য, রোগমুক্তির নিয়তে পীরের পা চাটা, পায়ে চুমু খাওয়া, গাড়ি চাটা, দাড়িতে চুমু খাওয়া, ব্যবহার্য থালাবাটি বা অন্য কোন বস্ত্ত চাটা বা চুমু খাওয়া, মাযারে চুমু খাওয়া।
- **আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যাওয়া :** অনেকের ধারণা মুরীদ যখন 'ফানাফিল্লাহ' পর্যায়ে পৌঁছে, তখন সে আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় এবং তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব থাকে না। খাওয়া, ঘুম, স্ত্রী সহবাস সহ যাবতীয় কাজকর্ম তখন আর নিজস্ব থাকে না। এগুলো সব আল্লাহর হয়ে যায় অর্থাৎ এ সব কাজ আল্লাহ নিজেই করেন। (নাঊযুবিল্লাহ)
- **আল্লাহ যা করান, তাই করি :** একদল ফকীর বলে, আল্লাহ যা করান, তা-ই করি। আল্লাহ ছালাত আদায় করান না, তাই আদায় করি না , আল্লাহ গাঁজা টানাচ্ছেন, তাই টানি। তাক্বদীরে ছালাত থাকলে তো আদায় করব।
- **দিলে দিলে ছালাত পড়ি :** অনেক পীর ছালাত, ছওমের ধার ধারে না; কিন্তু খুব সাধনা করে! দু'তিন দিন পর পর একটু

খায়। কম কথা বলে। লোকজনের সাথে কম মিশে। দিনের বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যান মগ্ন অবস্থায় বসে থাকে। এরা বলে, আমরা দিলে দিলে ছালাত পড়ি। তোমরা মাত্র ৫ ওয়াক্ত পড়, আর আমরা সারা দিন-রাতই ছালাত পড়ি।

- **সীনায় সীনায় মা'রেফতী :** পীর বা দরবেশ দাবীদার একদল লোক বলে থাকে, 'কুরআন শরীফ মোট ৪০ পারা। ৩০ পারায় যাহেরী ইলমের বিষয় আছে। বাকি ১০ পারা মারেফতী বিদ্যায় ভরা রয়েছে। এ ১০ পারা আমরা সীনায় সীনায় পেয়েছি। শরী'আতের আলেমরা এগুলোর খবর রাখেন না।
- **শরী'আতের ইত্তেবা সর্বাবস্থায় ফরয নয় :** অনেকের ধারণা, মুরীদ যখন মা'রেফাতের উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়, তখন তার জন্য শরী'আতের হুকুম-আহকাম, ছালাত, ছওম ইত্যাদি মাফ হয়ে যায়।
- **শিরকের গন্ধযুক্ত নাম বা সম্বোধন :** যে সকল নাম বা সম্বোধনে শিরকের সংস্পর্শ পাওয়া যায়, সেগুলোকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাহেলী যুগে মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততির নাম সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির নামের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখত। যেমন- আবদে শামস্ বা সূর্যের গোলাম, আবদে মানাফ বা মানাফের গোলাম ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের নাম রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।
- **শিরকের গন্ধযুক্ত উপাধি :** পীর বা ওলীকে এমন কোন উপাধিতে সম্বোধন করা উচিত নয় যা অর্থগত দিক দিয়ে

আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। যেমন- গাউছুল আযম (সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী), গরীবে নেওয়াজ (গরীবরা যার মুখাপেক্ষী), মুশকিল কোশা (যার মাধ্যমে বিপদাপদ দূর হয়), কাইয়ূমে যামান (যামানা কায়েম করেছেন যিনি) ইত্যাদি।

- **সন্তানের নামকরণে নবী ও পীর-আওলিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপন :** গোলাম মুছত্বফা (মুছত্বফার গোলাম), আব্দুন্নবী (নবীর দাস), আব্দুর রাসূল, আলী বখশ (আলী (রা:)-এর দান), হোসেন বখশ (হুসাইন (রা:)-এর দান), পীর বখশ (পীরের দান), মাদার বখশ (মাদারের দান), গোলাম মহিউদ্দীন (পীর মহিউদ্দীনের গোলাম), আব্দুল হাসান (হাসানের গোলাম), আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের গোলাম), গোলাম রাসূল (রাসূলের গোলাম), গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা।
- **বিপদে পড়লে জিন, ফেরেশতা, পীর, ওলী-আওলিয়াদের ডাকা :** দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ মূর্খ, পীর ও মাযার পূজারী অনেক লোককে দেখা যায় বিপদে-আপদে, রোগে-শোকে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে পীর, ওলী, জিন ও ফেরেশতাদের আহবান করতে থাকে। যেমন- 'ইয়া গাওছুল আযম বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী', 'ইয়া খাজা বাবা', 'ইয়া সুলতানুল আওলিয়া', 'হে পীর কেবলাজান', 'হে জিন',... আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে বিপদ হ'তে বাঁচান, আমার মাকছূদ পূরা করুন, সন্তান দিন ইত্যাদি।

কোন কোন মূর্খলোক বালা মুছীবতের সময় বুযুর্গ লোকদের উদ্দেশ্যে দো'আ করে, ফরিয়াদ জানায়। এভাবে গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং তাদের কাছে নিজের ফরিয়াদ পেশ করা, তা কাছ থেকে হোক আর দূর থেকেই হোক।

- **পীর, ওলী-আওলীয়াদের স্মৃতিচিহ্নের তা'যীম করা এবং এদের কাছে গায়েবী সাহায্য চাওয়া :** অনেকে পীর, ওলী-আওলিয়াদের স্মৃতিচিহ্নকে এমন তা'যীম করে যে তা শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পীর হয়তো কোন গাছের নীচে বসতেন, বিশ্রাম করতেন। পীরের মৃত্যুর পর মুরীদরা ঐ গাছ বা পাথরের গোড়ায় আগরবাতি, মোমবাতি, ধূপ ইত্যাদি জ্বালায়, মীলাদ পড়ায়, বিপদ মুক্তির জন্য ফরিয়াদ জানায়। খানজাহান আলীর মাযারের পুকুরে কুমীর আছে, চট্টগ্রামে কথিত বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে কচ্ছপ আছে। আবার কোন কোন জায়গায় গজার মাছ, জালালী কবুতর ইত্যাদি পীর-ওলীদের স্মৃতি বহন করছে বলে মানুষের বিশ্বাস। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষেরা মাযারের ব্যবসায়ী খাদেমদের খপ্পরে পড়ে এ সব কচ্ছপ, গজার মাছ, কুমীর, জালালী কবুতর ইত্যাদিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্মন্ন মনে করে এবং এদের জন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্ত্ত পূজাস্বরূপ নিয়ে যায় ও এদের কাছে সাহায্যে প্রার্থনা জানায়।
- **মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তন :** সিলভা, কোয়ান্টাম বা অন্য কোন মেথডের (পদ্ধতি) দ্বারা মন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো এবং সকল সমস্যার সমাধান লাভ করার মাধ্যমে জীবনে সফলতা অর্জন করার কথা বলা।

- **কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা :** টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে টাকা-পয়সা মানুষের খাদিম। অথচ মানুষ টাকার খাদিম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা। পায়ের নিচে ফেলে এটাকে দলিত-মথিত না করা। মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং তাঁকে সম্মান জানানো হয়। তাই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা বা 'Money is the Second God' বলা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ কাজটি অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হ'লেই তারা এ কাজটি করে থাকে।
- **গ্রহ নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব) :** অনেকের ধারণা মানুষের ভাল-মন্দ, বিপদ-আপদ, উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে হয়। কেউ বিপদে পড়লে বলা হয়, 'এ ব্যক্তির ওপর শনি গ্রহের প্রভাব পড়েছে'। কারো আনন্দের খবর শুনলে বলা হয়ে থাকে, 'এ ব্যক্তি মঙ্গল গ্রহের নজরে সু নজরে আছে'।

- **চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের প্রভাব :** অনেকের ধারণা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ মানুষের ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, বিপদ-আপদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।
- **কোন মাস বা সময়কে ভাল বা খারাপ জানা :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সময় ও দিনক্ষণের ভালমন্দে বিশ্বাসী। মুহাররম, কার্তিক প্রভৃতি মাসে বিয়েশাদী করা উচিত নয়, রবি ও বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা যায় না, সোম ও বুধবারে গোলা হ'তে ধান বের করা যায় না, শুক্র ও রবিবারে পশ্চিম দিকে যাত্রা করলে ক্ষতি হবে, শনি ও মঙ্গলবারে বিয়ে করা ও ঝাড়ু বাঁধা উচিত নয়, রাতের বেলা ঝাড়ু দিলে আয় উন্নতি হয় না, রাতে আয়না দেখলে কঠিন পীড়া হয়, রাতে নখ কাটা ঠিক নয়, নতুন বউকে ভাদ্র মাসে শ্বশুর বাড়ীতে রাখা হয় না (কারণ নতুন বছরের পা ভাদ্র মাসে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর জন্য দেখা অকল্যাণকর), ভাদ্র ও পৌষ মাসে মেয়ে লোকের সওয়ারী পাঠানো যায় না, আশ্বিন মাস যাবার দিন মুটে বানিয়ে গরুকে গা ধৌত করা ও 'গো ফাল্গুন' বলে মান্য করা ইত্যাদি।
- **নব জাতকের জন্য :** নব জাতকের হাতে চামড়ার চিকন তার বা তাগা বা গাছ বা এ ধরনের অন্য কোন কিছু চুড়ির মতো করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে কোন অশুভ রোগ-বালাই বা বদ জিন-ভূত স্পর্শ করতে না পারে। আবার নবজাত শিশুকে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কান ছিদ্র করা, বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা অথবা শিশুর

মাথার চুল না কাটা। চোখ লাগা থেকে শিশুসন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা, কপালে কালো টিপ বা দাগ দেয়া।

- **গায়রুল্লাহর নামে কসম করা :** আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল, সে কুফরী করল অথবা শিরক করল'। মূলত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নামে কসম করলে কসম হয় না। যেমন- রাসূলুল্লাহর কসম, কা'বা শরীফের কসম, নিজ চোখের কসম, বিদ্যা বা বই এর কসম ইত্যাদি।
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তির অসীলা গ্রহণ :** আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে, ক্ষমা ও সাহায্য পাওয়ার আমার কোন জীবিত বা মৃত পীর, ওলী বা বুযুর্গ ব্যক্তিকে অসীলা বা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা।
- দুরূদে নারিয়া পড়া
- কোন বুযুর্গ ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক জায়গায় অবস্থান করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা
- কবর জিয়ারতের পর কবরের সম্মানে পিছপা হয়ে আসা(কবরকে পিছে রেখে আসা বেয়াদবি মনে করা)
- খরগোশ অথবা ঘোড়ার পায়ের নালকে সৌভাগ্যের প্রতিক মনে করা।
- পাখি ও প্রাণির চলাচলের গতিপথকে শুভ বা অশুভ আলামত মনে করা।

- আয়না ভেঙে যাওয়া, কালো বিড়াল দেখা, লবণ পড়ে যাওয়া অথবা ১৩ নং সংখ্যাকে অশুভ মনে করা।
- যার পীর নেই তার পীর হলো শয়তান এই বক্তব্য বিশ্বাস করা।

প্রচলিত বিদাআতসমূহ

বিদআত শব্দটি আরবী البدع শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল পূর্বের কোনো দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করা ও উদ্ভাবন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

''পূর্বের কোনো নমুনা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন''। (সূরা বাকারা: ১১৭)

তিনি আরো বলেন,﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ﴾

''হে নবী! আপনি বলে দিন, আমি প্রথম রসূল নই''। (সূরা আহকাফ: ৯)

অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আমিই প্রথম রিসালাতের দায়িত্ব নিয়ে আসিনি; বরং আমার পূর্বে আরও অনেক রসূল আগমন করেছেন। বলা হয়ে থাকে «ابتدعة فلان بدعة» অমুক ব্যক্তি বিদআত তৈরী করেছে। অর্থাৎ এমন পথ আবিস্কার করেছে, যা পূর্বে ছিল না। ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দীনের মধ্যে এমন বিষয়

তৈরী করাকে, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে ছিল না বরং পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বিদআত প্রথমত দু'প্রকার:

(১) পার্থিব বিষয়ে বিদআত এবং
(২) দীনের ক্ষেত্রে বিদআত।

পার্থিব বিষয়ে বিদআতের অপর নাম নতুন আবিষ্কৃত বিষয়। এ প্রকার বিদআত বৈধ। কেননা দুনিয়াবী সকল বিষয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা বৈধ। তবে শর্ত হলো তাতে শরঈ কোন নিষেধ না থাকা। দীনের ক্ষেত্রে বিদআত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা হারাম। কারণ দীনের ব্যাপারে মূলনীতি হল তা অহীর উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ দীনের সমস্ত বিধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

যে দীনের মধ্যে নতুন কিছু তৈরী করবে যা তার অমর্ত্মভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।

তিনি আরও বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

''যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমার অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর উপর প্রত্যাখ্যাত হবে''।

দ্বীনের মধ্যে বিদআত দু'প্রকার।

(ক) বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিদআত এবং
(খ) আমলের ক্ষেত্রে বিদআত।

ক) আকীদার ভিতরে বিদআত, যেমন যাহমীয়া, মু'তাযিলা, রাফেযী এবং অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার আকীদাসমূহ।

খ) ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত, যেমন আল্লাহ আদেশ দেননি কিংবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেননি, এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা। এটি আবার কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন:

(১) নতুন কোনো ইবাদত আবিষ্কার করা। এমন নতুন ইবাদত আবিষ্কার করা, ইসলামী শরী'আতে যার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন নতুন কোনো সালাত, সিয়াম এবং ঈদে মীলাদুন্ নবী ও অন্যান্য নামে বিভিন্ন ঈদের প্রচলন করা।

(২) শরী'আত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কম-বেশি করা। শরী'আত সম্মত ইবাদতের মধ্যে কিছু বৃদ্ধি করা অথবা হ্রাস করা। যেমন

কোনো ব্যক্তি আসর কিংবা যোহরের সালাত এক রাকাত বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে আদায় করলো।

(৩) শরী'আত সম্মত ইবাদত বিদআতী নিয়মে পালন করা। শরী'আত সম্মত ইবাদত বিদআতী নিয়মে পালন করা। যেমন হাদীছে বর্ণিত যিকিরের বাক্যগুলি দলবদ্ধভাবে সংগীতাকারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা কিংবা ইবাদত পালনে শরীরকে এমন কষ্ট দেয়া, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের বিরোধী।

(৪) শরী'আত সম্মত ইবাদতকে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা, যা শরী'আতে নির্ধারিত নয়। শরী'আত সম্মত ইবাদতকে এমন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করে আদায় করা, যা শরী'আত নির্ধারণ করেনি। যেমন অর্ধ শাবানের দিনের বেলা রোযা রাখা এবং রাতে নির্দিষ্ট সালাত আদায় করা। মূলত রোযা ও সালাত শরী'আত সম্মত ইবাদত। কিন্তু ইহাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে খাছ করার কোনো দলীল নেই। রোজা নির্দিষ্ট মাস এবং সালাত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশিস্নষ্ট। প্রতিটি ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে। কিন্তু অর্ধ শাবানের দিনের বেলা রোজা রাখা এবং দিবাগত সারা রাত নফল সালাত আদায় করা নিশ্চিতভাবে বিদআত। কারণ এ সম্পর্কে কোন সহীহ দলীল নেই।

সময় অতিক্রম, দীনী ইলমের স্বল্পতা, বিদআতের দিকে আহবানকারীর সংখ্যাধিক্য, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং কাফেরদের আচার-আচরণের সাথে সাদৃশ্য করণ ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বিদআতের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, তিনি বলেছেন,

«لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»

"তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সুন্নাতের অনুসরণ করবে"। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৭৩২০, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-৩৯৯৪।)

সমকালীন বিদআত সমূহের মধ্যে থেকে নিম্নে আমরা কতিপয় বিদআতের আলোচনা করব।

- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্ নবী পালন করা।
- কবর, মাযার ও বিভিন্ন স্থান থেকে বরকত লাভ করা।
- ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ইবাদত তৈরী করা।

الاحتفال بمناسبة المولد النبي في ربيع الأول : - রবীউল আওয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিবস উপলক্ষে মীলাদ মাহফিল উদ্যাপন করা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»

"খ্রিস্টানরা যেমন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ.) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমার ব্যাপারে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না। আমি কেবলমাত্র আল্লাহর একজন বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রসূল বলো"।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহি.) বলেন, এমনি আরও বিদআতের উদাহরণ হল, কিছু সংখ্যক মানুষ হয়ত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম দিবস পালনে খ্রিষ্টানদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে কিংবা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখানোর জন্য তার জন্ম দিবসকে ঈদ হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক জন্ম তারীখ সম্পর্কে আলেমগণ যথেষ্ট মতবিরোধ করেছেন। সালাফগণ এ ধরণের অনুষ্ঠান করেননি। কাজটি যদি ভালো হত, তাহলে অবশ্যই তারা কাজটি করার দিকে আমাদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী থাকতেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামকে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। তারা ছিলেন ভালো কাজে আমাদের চেয়ে অনেক আগ্রগামী। তবে তাদের ভালোবাসা ও সম্মান ছিল তার অনুসরণ, আনুগত্য, তার আদেশের বাস্তবায়ন এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তার সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করার মধ্যেই। তিনি যে দীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন, তার প্রচার ও প্রসারের ভিতরে এবং অন্তর-মন, জবান এবং শক্তি দিয়ে সে পথে জিহাদের মাধ্যমে। এটিই ছিল উম্মতের প্রথম যুগের আনসার ও মুহাজির এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের পথ।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন। এ দীন পরিপূর্ণ বিধায় আমাদেরকে তার অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিদআত (নতুন কিছু সংযোজন করা) থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাদের এই দীনের মাঝে যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। তিনি আরও বলেন, "তোমরা আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত পালন করবে। আর তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করবে। সাবধান! তোমরা দীনের মধ্যে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ প্রত্যেক নব প্রবর্তিত বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা"। এ সমস্ত হাদীছে বিদআত প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ হয়েছে এবং উম্মতকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"অতএব, যারা তার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে। (সূরা নূর: ৬৩) আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেন:

وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক"। (সূরা হাশর: ৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবনীতে এক সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব: ২১)

আল্লাহ বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

''আজকের দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম''। (সূরা মায়েদা: ৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য মনোনীত দীনকে আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পূর্বেই পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, তার ওফাতের পরে লোকেরা কথায় বা কাজে যে সব নতুন প্রথার উদ্ভাবন করে শরীয়াতের সাথে যুক্ত করবে, তা বিদআত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হবে। যদিও এগুলোর উদ্দেশ্য ভাল হয়। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়ীগণ বিদআত থেকে মুসলিম জনগণকে সতর্ক করেছেন ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। কেননা এটা ধর্মের ভিতরে অতিরিক্ত সংযোজন, যার অনুমতি আল্লাহ তায়া'লা কোন মানুষকে প্রদান করেন নি। ইহা আল্লাহর দুশমন ইয়াহুদী-খ্রীষ্টান কর্তৃক তাদের ধর্মে নব নব প্রথা সংযোজনের সাথে সামঞ্জস্য স্বরূপ। সুতরাং এরূপ করার অর্থ এই যে, ইসলাম অসম্পূর্ণ ছিল। মীলাদপন্থীরা মীলাদের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দিলেন। এটা যে কত বড় অপরাধ এবং আল্লাহর বাণীর বিরোধী, তা সর্বজন বিদিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

''আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম''। (সূরা মায়েদা: ৩)

মীলাদ মাহফিল বা নবীর জন্মোৎসব পালন বা এ জাতীয় অন্যান্য উৎসবাদির প্রবর্তনের দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়া'লা এই উম্মতের জন্য ধর্মকে পূর্ণতা দান করেন নি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অর্পিত রেসালাতের দায়িত্ব পালন করেন নি। (নাউযুবিল্লাহ) পরবর্তীতে মীলাদপন্থীরা এসে তাকে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতে মারাত্মক ভয়ের কারণ রয়েছে এবং এ ধরণের ইবাদত তৈরী করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়া'লা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর আপত্তি উত্থাপনের শামিল।

অন্যান্য বিদাআতের উদাহরণ

- শবে বরাত বা শবে মেরাজ পালন করা
- মৃত ব্যক্তির ক্বাজা বা ছুটে যাওয়া নামাজের কাফফারা আদায় করা।
- মৃত্যুর পর ৪০ তম দিনে চল্লিশা অনুষ্ঠান করা
- সওয়াব বখশে দেওয়া অনুষ্ঠান
- বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য খতমে জালালি অনুষ্ঠান করা
- জোরে জোরে চিৎকার করে জিকির করা
- হালকায়ে জিকিরের অনুষ্ঠান করা
- নামাজের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া

- তাবলীগের তিন চিল্লা দিলে হজ্জের সওয়াব হয় এই বিশ্বাস করা
- প্রস্রাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ নিয়ে ৪০/৭০ কদম হাটাহাটি করা।

নোট